ছাত্রলীগের বিচারসহ ৯ দাবি জবি ছাত্রদলের

জবি প্রতিনিধি

সংগৃহীত ছবি

শেখ হাসিনার ফ্যাসিস্ট আমলের বিগত ১৭ বছরে সংঘটিত নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগ, আওয়ামী শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিচারসহ ৯ দাবি জানিয়েছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) ছাত্রদল।

রবিবার (২০ জুলাই) বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. রেজাউল করিম বরাবর এক স্মারকলিপিতে এসব দাবি জানানো হয়।

ছাত্রদলের দাবিগুলো হলো:

এক. বিগত ১৭ বছরে শেখ হাসিনার ফ্যাসিস্ট আমলে সংঘটিত নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগ, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিচার নিশ্চিত করতে হবে।

দুই. ছাত্রদল নেতৃবৃন্দের বৈষম্যমূলক শাস্তি প্রত্যাহার করতে হবে।

তিন. নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগ ধরতে গেলে সাজিদ ভবনে যে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে, এর পিছনে ছাত্রলীগের আশ্রয় দাতাদের উস্কানি এবং উদ্দেশ্য তদন্ত সাপেক্ষে বের করে আনতে হবে এবং ব্যবস্থা নিতে হবে।

চার. আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে কেন এবং কিভাবে বহিষ্কার করা হলো তার সুনির্দিষ্ট কারণ লিখিতভাবে জানাতে হবে। যারা বিশৃঙ্খলা নিরসনে কাজ করেছেন, কোন তথ্যের ভিত্তিতে তাদের শাস্তি প্রদান করা হয়েছে তা পরিষ্কার করতে হবে।

পাঁচ. ভিসি ভবনে তালা দেওয়া কেন ভিসি মহোদয়কে অবমাননা বলে চিহ্নিত হবে না তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে হবে।

ছয়. ছাত্রলীগকে বাঁচাতে গিয়ে কারা, কি উদ্দেশ্যে মব তৈরি করল তা তদন্ত করে ব্যবস্থা নিতে হবে।

সাত. সাধারণ শিক্ষার্থীদের ভুল বুঝিয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কারা কিভাবে ব্যবহার করছে তা সুস্পষ্ট ভাবে তদন্ত করে ব্যবস্থা নিতে হবে।

আট. শিক্ষক লাঞ্ছনার বিষয়টি সামনে এনে ছাত্রদলকে হেয় প্রতিপন্ন করা এবং ঘায়েল করার চেষ্টার পিছনের ষড়যন্ত্র বের করে ব্যবস্থা নিতে হবে।

নয়. জুলাই আগস্ট আন্দোলনে যারা এক দফা আন্দোলনে অংশ নিয়েছে এবং কোনো ফৌজদারি অপরাধ করেনি তাদের দায়মুক্তি

দেওয়া হোক।

জবি ছাত্রদলের সদস্য সচিব শামসুল আরেফিন বলেন, ‘আমরা ছাত্রলীগ প্রশ্নে বিন্দুমাত্র আপোষ করব না। সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমরা নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের প্রতিটি সন্ত্রাসীর বিচার দেখতে চাই।’

জবি ছাত্রদলের আহ্বায়ক মেহেদি হাসান হিমেল বলেন, ‘আমরা শুধু তাদেরই বিচার দাবী করি যাদের দ্বারা বিরোধী মতের শিক্ষার্থীরা নানান সময় নির্যাতনের শিকার হয়েছে। তাদের ব্যাপারে কোনো ছাড় দেওয়া হবে না। কিন্তু আমরা এটিও চাই যে, নিরপরাধ কেউ যেন এই তালিকায় না আসে।

সেকারণেই আমরা জুলাই-আগস্টের এক দফা আন্দোলনে সক্রিয়দের ব্যাপারে সর্বোচ্চ বিবেচনা করে তাদের দায়মুক্তির দাবী জানিয়েছি।’

স্মারকলিপি প্রদানকালে উপস্থিত ছিলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের আহ্বায়ক মেহেদি হাসান হিমেল, সদস্য সচিব শামসুল আরেফিন, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক জাফর আহমেদ, যুগ্ম আহ্বায়ক সুমন সরদার, মো. শাহরিয়ার হোসেন, মোস্তাফিজুর রহমান রুমি সহ অন্যা নেতারা।